



[ishwarerain.org](http://ishwarerain.org)

## পরিশিষ্ট ৮খ: বলিদানসমূহ — কেন আজ সেগুলো পালন করা যায় না

এই পৃষ্ঠাটি একটি ধারাবাহিক অধ্যয়নের অংশ, যেখানে ঈশ্বরের সেই আইনসমূহ ব্যাখ্যা করা হয়েছে যেগুলো কেবল তখনই পালন করা সম্ভব ছিল, যখন যিরূশালেমে মন্দির বিদ্যমান ছিল।

- পরিশিষ্ট ৮ক: মন্দিরের প্রয়োজন হয় এমন ঈশ্বরের আইনসমূহ
- পরিশিষ্ট ৮খ: বলিদানসমূহ — কেন আজ সেগুলো পালন করা যায় না (এই পৃষ্ঠা)।
- পরিশিষ্ট ৮গ: বাইবেলীয় উৎসবসমূহ — কেন আজ একটি-ও পালন করা যায় না
- পরিশিষ্ট ৮ঘ: শুদ্ধিকরণের আইনসমূহ — মন্দির ছাড়া কেন সেগুলো পালন করা যায় না
- পরিশিষ্ট ৮ঙ: দশমাংশ ও প্রথম ফল — কেন আজ সেগুলো পালন করা যায় না
- পরিশিষ্ট ৮চ: কমিউনিয়ন সেবা — যীশুর শেষ ভোজ ছিল পাসওভার
- পরিশিষ্ট ৮ছ: নাজারীয় ও মানতের আইনসমূহ — কেন আজ সেগুলো পালন করা যায় না
- পরিশিষ্ট ৮জ: মন্দির-সংক্রান্ত আংশিক ও প্রতীকী আনুগত্য
- পরিশিষ্ট ৮ঝ: ক্রুশ এবং মন্দির

## আইন প্রকৃতপক্ষে কী দাবি করেছিল

ইস্রায়েলকে দেওয়া সকল আদেশের মধ্যে বলিদান সংক্রান্ত আদেশগুলোই ছিল সবচেয়ে নির্দিষ্ট ও সূক্ষ্মভাবে বর্ণিত। ঈশ্বর সবকিছু স্পষ্টভাবে নির্ধারণ করেছিলেন—কোন প্রাণী, তার বয়স ও অবস্থা, রক্তের ব্যবস্থাপনা, বেদীর অবস্থান, যাজকদের ভূমিকা, এমনকি সেবার সময় তারা কোন পোশাক পরবে তাও। প্রতিটি বলিদান—হোমবলি, পাপবলি, অপরাধবলি, শান্তিবলি এবং দৈনিক বলিদান—একটি ঐশ্বরিক নকশা অনুসরণ করত, যেখানে ব্যক্তিগত সৃজনশীলতা বা বিকল্প ব্যাখ্যার কোনো স্থান ছিল না। “যাজক এভাবে করবে... বেদী এখানে থাকবে... রক্ত সেখানে রাখা হবে...” ঈশ্বরের আইন নির্ভুল আনুগত্যের একটি ব্যবস্থা, অভিযোজনযোগ্য প্রস্থাবের সমষ্টি নয়।

একটি বলিদান কখনোই কেবল “ঈশ্বরের জন্য একটি প্রাণী হত্যা” ছিল না। এটি ছিল একটি পবিত্র কাজ, যা কেবল মন্দিরের প্রাঙ্গণে (লেবীয় পুস্তক 17:3-5; দ্বিতীয় বিবরণ 12:5-6; দ্বিতীয় বিবরণ 12:11-14), কেবল হারুনের বংশধর পবিত্রভাবে নিযুক্ত যাজকদের দ্বারা (নির্গমন 28:1; 29:9; লেবীয় পুস্তক 1:5; গণনা 18:7), এবং কেবল আচারগত শুদ্ধতার অবস্থায় (লেবীয় পুস্তক 7:19-21; 22:2-6) সম্পন্ন হতো। উপাসক স্থান বেছে নিত না। উপাসক কে দায়িত্ব পালন করবে তা নির্ধারণ

করত না। রক্ত কীভাবে বা কোথায় প্রয়োগ হবে তাও সে ঠিক করত না। পুরো ব্যবস্থাটিই ছিল ঈশ্বরের নকশা, এবং আনুগত্যের অর্থ ছিল সেই নকশার প্রতিটি বিবরণকে সম্মান করা (নির্গমন 25:40; 26:30; লেবীয় পুস্তক 10:1-3; দ্বিতীয় বিবরণ 12:32)।

## অতীতে ইস্রায়েল কীভাবে এই আদেশগুলো পালন করেছিল

যখন মন্দির দাঁড়িয়ে ছিল, তখন ইস্রায়েল ঠিক যেমন আদেশ দেওয়া হয়েছিল তেমনই এই আইনগুলো পালন করেছিল। মোশি, যিহোশূয়, শমুয়েল, সলোমন, হিজকিয়, যোশিয়, এজরা ও নহেমিয়ার প্রজন্ম সবাই সেই বলিদানের মাধ্যমে ঈশ্বরের কাছে আসত, যা তিনি নিজেই প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। কেউ বেদী প্রতিস্থাপন করেনি। কেউ নতুন আচার উদ্ভাবন করেনি। কেউ নিজের বাড়িতে বা স্থানীয় সমাবেশে বলিদান দেয়নি। এমনকি রাজাদেরও—সমস্ত ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও—যাজকদের জন্য সংরক্ষিত দায়িত্ব পালন করতে নিষেধ করা হয়েছিল।

শান্ত্র বারবার দেখায় যে, যখনই ইস্রায়েল এই ব্যবস্থায় পরিবর্তন আনার চেষ্টা করেছে—অননুমোদিত স্থানে বলিদান দেওয়া বা অযাজকদের পবিত্র দায়িত্ব পালনের অনুমতি দেওয়া—তখন ঈশ্বর তাদের উপাসনা প্রত্যাখ্যান করেছেন এবং প্রায়ই বিচার এনেছেন (১ শমুয়েল 13:8-14; ২ ইতিহাস 26:16-21)। বিশ্বস্ততা মানে ছিল ঈশ্বর যা বলেছেন ঠিক তাই করা, তিনি যে স্থান বেছে নিয়েছেন সেখানে, এবং তিনি যাদের নিযুক্ত করেছেন তাদের মাধ্যমেই।

## কেন আজ এই আদেশগুলো পালন করা যায় না

খ্রিস্টাব্দ 70 সালে রোমানদের দ্বারা মন্দির ধ্বংস হওয়ার পর পুরো বলিদান ব্যবস্থা পালন করা অসম্ভব হয়ে পড়ে। ঈশ্বর এটি বাতিল করেছেন বলে নয়, বরং এই আদেশগুলো পালনের জন্য যে ঈশ্বরপ্রদত্ত কাঠামো প্রয়োজন ছিল, তা আর বিদ্যমান নেই। কোনো মন্দির নেই, কোনো বেদী নেই, কোনো মহাপবিত্র স্থান নেই, কোনো পবিত্রভাবে নিযুক্ত যাজক নেই, কোনো প্রতিষ্ঠিত শুদ্ধতার ব্যবস্থা নেই, এবং পৃথিবীতে এমন কোনো অনুমোদিত স্থান নেই যেখানে বলিদানের রক্ত ঈশ্বরের সামনে উপস্থাপন করা যেতে পারে।

এই উপাদানগুলো ছাড়া “সর্বোচ্চ চেষ্টা করা” বা “আইনের আত্মা রক্ষা করা”—এমন কিছু নেই। আনুগত্যের জন্য ঈশ্বর যে শর্তগুলো স্থাপন করেছিলেন, সেগুলোই প্রয়োজন। যখন সেই শর্তগুলো আর নেই, তখন আনুগত্য অসম্ভব হয়ে যায়—আমরা মানতে অস্বীকার করছি বলে নয়, বরং ঈশ্বর নিজেই এই নির্দিষ্ট আদেশগুলো পালনের জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ অপসারণ করেছেন বলে।

## বলিদান বন্ধ হওয়া সম্পর্কে দানিয়েলের ভবিষ্যদ্বাণী

শান্ত্র নিজেই ঘোষণা করেছিল যে বলিদান বন্ধ হবে—ঈশ্বর সেগুলো বাতিল করবেন বলে নয়, বরং মন্দির ধ্বংস হবে বলে। দানিয়েল লিখেছিলেন যে “বলিদান ও উপহার বন্ধ হয়ে যাবে” (দানিয়েল 9:27), এবং তিনি কারণও ব্যাখ্যা করেন: নগর ও পবিত্র স্থান শত্রু শক্তির দ্বারা ধ্বংস হবে (দানিয়েল 9:26)। দানিয়েল 12:11-এ তিনি আবার বলেন যে নিয়মিত বলিদান “অপসারিত হবে”—যা সহিংসতা ও ধ্বংসের মাধ্যমে অপসারণকে বোঝায়, কোনো আইনের বাতিলকরণকে নয়। দানিয়েল কোথাও ইঙ্গিত নেই যে ঈশ্বর তাঁর আদেশ পরিবর্তন করেছেন। বলিদান বন্ধ হয়েছিল কারণ মন্দির ধ্বংসসূচী পরিণত হয়েছিল—ঠিক যেমন নবী বলেছিলেন। এটি নিশ্চিত করে যে আইন অপরিবর্তিত রয়েছে; কেবল আনুগত্যের জন্য ঈশ্বর যে স্থান বেছে নিয়েছিলেন, সেটিই অপসারিত হয়েছে।

## প্রতীকী বা উদ্ভাবিত বলিদানের ভ্রান্তি

অনেক মেসিয়ানিক গোষ্ঠী প্রতীকীভাবে বলিদান ব্যবস্থার কিছু অংশ পুনর্গঠনের চেষ্টা করে। তারা পাসওভার ভোজ আয়োজন করে এবং সেটিকে “বলিদান” বলে। তারা সমাবেশে ধূপ জ্বালায়। তারা আচার পুনর্নির্মাণ করে, নিবেদন দোলায়, এবং নাটকীয় প্রদর্শনের মাধ্যমে “তোরাহ সন্মান” করার ভান করে। অন্যরা “ভবিষ্যদ্বাণীমূলক বলিদান,” “আধ্যাত্মিক বলিদান,” বা “ভবিষ্যৎ মন্দিরের মহড়া”—এমন শিক্ষা তৈরি করে। এই প্রথাগুলো ধর্মীয় মনে হতে পারে, কিন্তু সেগুলো আনুগত্য নয়—সেগুলো উদ্ভাবন।

ঈশ্বর কখনো প্রতীকী বলিদান চাননি। মানব কল্পনায় তৈরি বিকল্প তিনি কখনো গ্রহণ করেননি। এবং মন্দিরের বাইরে তিনি যা কেবল মন্দিরের ভেতরে করার আদেশ দিয়েছিলেন, তা করার চেষ্টা করলে তিনি সন্মানিত হন না। মন্দির ছাড়া এই আদেশগুলোর অনুকরণ করা বিশ্বস্ততা নয়; বরং সেই নির্ভুলতাকেই উপেক্ষা করা, যার মাধ্যমে ঈশ্বর এগুলো স্থাপন করেছিলেন।

## বলিদান সেই মন্দিরের অপেক্ষায়, যা কেবল ঈশ্বরই পুনঃস্থাপন করতে পারেন

বলিদান ব্যবস্থা অদৃশ্য হয়ে যায়নি, বাতিল হয়নি, এবং মানুষের উদ্ভাবিত প্রতীকী কাজ বা আধ্যাত্মিক রূপকের দ্বারা প্রতিস্থাপিতও হয়নি। আইন, নবীসমূহ বা যীশুর কথায় কোথাও বলা হয়নি যে বলিদান সম্পর্কিত আদেশগুলোর অবসান হয়েছে। যীশু আইনের প্রতিটি অংশের চিরস্থায়ী বৈধতা নিশ্চিত করে বলেছেন যে আকাশ ও পৃথিবী বিলুপ্ত না হওয়া পর্যন্ত একটি অক্ষরের ক্ষুদ্রতম আঁচড়ও লুপ্ত হবে না (মথি 5:17-18)। আকাশ ও পৃথিবী এখনও রয়েছে। অতএব, আদেশগুলোও রয়েছে।

পুরাতন নিয়ম জুড়ে ঈশ্বর বারবার ঘোষণা করেছেন যে হারুনের যাজকত্বের সঙ্গে তাঁর চুক্তি “চিরস্থায়ী” (নির্গমন 29:9; গণনা 25:13)। আইন বলিদান সংক্রান্ত বিধানগুলোকে “তোমাদের বংশপরম্পরায় চিরকালীন বিধি” বলে অভিহিত করে (যেমন, লেবীয় পুস্তক 16:34; 23:14; 23:21; 23:31; 23:41)। কোনো নবী কখনো এই আদেশগুলোর অবসানের ঘোষণা দেননি। বরং নবীরা এমন এক ভবিষ্যতের কথা বলেন, যেখানে জাতিগণ ইস্রায়েলের ঈশ্বরকে সন্মান করবে এবং তাঁর গৃহ “সব জাতির জন্য প্রার্থনার গৃহ” হবে (যিশাইয় 56:7)—এই একই পদ যীশু মন্দিরের পবিত্রতা রক্ষার জন্য উদ্ধৃত করেছিলেন (মার্ক 11:17)। যীশু এই পদটি মন্দিরের অবসান নির্দেশ করতে উদ্ধৃত করেননি; বরং যারা তা কলুষিত করছিল তাদের নিন্দা করতে উদ্ধৃত করেছিলেন।

যেহেতু আইন কখনো এই বলিদানগুলো বাতিল করেনি, যেহেতু যীশু কখনো সেগুলো বাতিল করেননি, এবং যেহেতু নবীরা কখনো তাদের বাতিলকরণ শিক্ষা দেননি, তাই আমরা কেবল শাস্ত্র যা অনুমোদন করে তাই সিদ্ধান্তে পৌঁছাই: এই আদেশগুলো ঈশ্বরের চিরন্তন আইনের অংশ, এবং আজ সেগুলো পালন করা যায় না কেবল এই কারণে যে ঈশ্বর নিজেই যে উপাদানগুলো প্রয়োজন করেছিলেন—মন্দির, যাজকত্ব, বেদী এবং শুদ্ধতার ব্যবস্থা—সেগুলো উপলব্ধ নয়।

ঈশ্বর নিজে যা অপসারণ করেছেন তা তিনি পুনঃস্থাপন না করা পর্যন্ত সঠিক মনোভাব হলো নম্রতা—অনুকরণ নয়। আমরা যা ঈশ্বর স্থগিত করেছেন তা পুনর্গঠন করার চেষ্টা করি না। আমরা বেদী সরাই না, স্থান পরিবর্তন করি না, আচার বদলাই না, কিংবা প্রতীকী সংস্করণ উদ্ভাবন করি না। আমরা আইনকে স্বীকার করি, তার পরিপূর্ণতাকে সন্মান করি, এবং ঈশ্বর যা আদেশ করেছেন তাতে কিছু যোগ বা বিয়োগ করতে অস্বীকার করি (দ্বিতীয় বিবরণ 4:2)। এর চেয়ে কম কিছুই আংশিক আনুগত্য, আর আংশিক আনুগত্য মানেই অবাধ্যতা।